‘বাস-ট্রাকে আগুন দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বিএনপি : হানিফ

‘বিএনপি এখন বাস-ট্রাকে আগুন দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে তারা মূলত আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বারবার সরকার পতনের কথা বলে নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে রাখতে চায়।’

শনিবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর ও সদর কমিটির বর্ধিত সভায় যোগ দিয়ে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, ‘নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে। আওয়ামী লীগ ১৪ দলীয় জোটেই নির্বাচন করবে। ১৪ দলের বাইরে অন্যকোনো দলের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সুযোগ নেই। আর নাশকতা যেগুলো হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যে শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। যে এলাকায় নাশকতা হবে, সেই এলাকার বিএনপি নেতাদের এর দায়ভার নিতে হবে। নাশকতা করলেই তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে। আশা করছি দুই-একটি কঠোর পদক্ষেপ নিলেই এই চোরাগুপ্তা নাশকতা বন্ধ হয়ে যাবে।’

বার বার সরকার পতনের কথা বলে বিএনপি নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে রাখতে চায় মন্তব্য করে আ. লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞা নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বিএনপি, তারা ভাবছে কোন বিদেশি প্রভূ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। বিএনপির একটি গুজব সেল আছে এদের কাজই হলো গুজব সৃষ্টি করা। এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

বর্ধিত সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলি, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতাসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।

কুষ্টিয়ায় চাচাতো ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঘরের জানালা-দরজা বানানোর ঘটনাকে কেন্দ্র আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও সংঘর্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি (৪৮) নামে এক ব্যাক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলেও গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতলে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (০৪ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে মিরপুর উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের হালসা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের হালসা গ্রামের মৃত রহিম মিস্ত্রির ছেলে।

নিহতের মেয়ে মিলি খাতুন অভিযোগ করে বলেন, আমার ভাই আব্দুল্লাহ ঘরের দরজা এবং জানালা তৈরি করতে দেয় চাচা আমিরুলের কাছে। গতকাল রাতে জানালা নেবে না বলে বাক-বিতণ্ডা বাঁধে। একপর্যায়ে মনিরুল ইসলামের চাচাতো ভাই আমিরুল তার ভাই নাজমুল, এনামুল, মিনা ও কালু লাঠি নিয়ে বাড়িতে এসে আমার ভাই আব্দুল্লাহকে মারধর করেন। এসময় আমার বাবা ঠেকাতে গেলে তাকেও মারধোর করেন। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই আমার বাবা মারা যান। এবং আমার ভাই আব্দুল্লাহকে
(২৫) গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা করেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘরের জানালা-দরজা বানানোর ঘটনাকে কেন্দ্র আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও সংঘর্ষের ঘটনায় মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি নামের একজন নিহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন।

কুষ্টিয়ার ৪টি আসনে মনোনয়ন বৈধ ২৯, বাতিল ১৭

কুষ্টিয়ার দুই হেভিওয়েট প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ মোট ২৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষনা করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

আজ সোমবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যাচাই-বাছাই শেষে জেলার চারটি আসনে মোট ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া-১ আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আল মামুন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পটলের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারুক হোসেনের মনোনয়নপত্র।

এখানে নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ্ ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি রেজাউল হক চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৩ প্রার্থীর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ১ শতাংশ সমথর্কের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. ইফতেখার মাহমুদ ও শরিফুজ্জামানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির এজেএম শাহিদুজ্জামান, বিএনএম’র আরিফুর রহমানের মনোনয়নপত্র। আর আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ কামরুল আরিফিন ও সাম্যবাদী দলের আনোয়ার

হোসেন বাবলুর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এখানে জাসদ সভাপতি বর্তমান সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা পরিষদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা কামাল মারুফ ও রাকিবুজ্জামান সেতুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে তরিকত ফেডারেশনের মেহেদী হাসান রিজভী ও জাতীয় পার্টির নাফিজ আহমেদ খান টিটোর মনোনয়নপত্র।

এখানে বর্তমান এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনুসহ ৬জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনে দাখিল করা ১০টি মনোনয়নের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে সাবেক এমপি আব্দুর রউফ ও জাকের পার্টির ফারুক হোসেনের। আর ১ শতাংশ সমর্থকের তথ্য সঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী খাইরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সেলিম আলতাফ জর্জসহ সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ভুল থাকা, আয়কর রিটার্ন দাখিলের কাগজপত্র না থাকা ও ঋণ খেলাপি থাকায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। বাতিল প্রার্থীরা আগামীকাল থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়ায় অ্যালকোহল পানে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করে বিষক্রিয়ায় আবুল কাশেম
(৪০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৩ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আবুল কাশেম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামের নুরুল ইসলাম পটল সাধুর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আবুল কাশেম গত শুক্রবার রাতে অ্যালকোহল পান করে বাড়িতে যান। পরে গতকাল শনিবার ভোরের দিকে সে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। পরে তার স্বজনেরা তাকে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকালের দিকে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ কাশেমের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, শনিবার সকালে আবুল কাশেম নামের ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা। অ্যালকোহল পান করার পর বিষক্রিয়ায় সে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে, তার স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

বিএনপি এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে : হানিফ

‘বিএনপি এখন আত্মগোপনে থেকে সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপির সামনে কোন রাস্তা খোলা নেই। তারা এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে। আত্মগোপনে থেকে থেকে বাসে ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করায় তাদের কাজ। তারেক রহমান এখন জঙ্গী দলের নেতা হিসেবে যা বলছে তা তার দলের নেতাকর্মীরা ভাবতে পারে। কিন্তু জনগন ও সরকার এ নিয়ে কিছু ভাবে না। কোন লাল চিঠি কিংবা সাদা চিঠি দিয়ে এই সরকারকে টলানো যাবে না।

রোববার সকালে কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

এসময় নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, এখন বিএনপি মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে, কিন্তু মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন টা করেছিলো ওই বিএনপিই। এর জন্য তারা এখনও জাতীর কাছে ক্ষমা চায়নি। আওয়ামী লীগ অন্য কোন স্টাইলে নির্বাচন করে না। সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন করবে।

হানিফ আরও বলেন, ইতিমধ্যে ভোটের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। এই মুহুর্তে যদি কেউ মনে করেন ভোট বন্ধ করে কোন প্রভু কাউকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে তবে সেই স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন হয়েই থাকবে। ২০১৪ সালেও বিএনপি নির্বাচন বানচাল করতে জ¦◌ালাও পোড়াও করেছে। কোন লাভ হয়নি।

এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাসহ গণমাধ্যম কর্মীরা ও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে : হানিফ

ভুল রাজনীতির কারণে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতেও জনগণ বিরোধী কাজ

করেছিল হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটপাট দুর্নীতি সন্ত্রাসী করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশটাকে একটা জঙ্গী রাষ্ট্র বানিয়েছিল। বিদেশী জঙ্গীদের অস্ত্র সরবারহ করে তাদের আশ্রয় দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে জঙ্গীবাদ বানিয়ে ফেলেছিল। যার কারণে বাংলাদেশটা পৃথিবীর কাছে দূর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে চিন্নিত ছিল। জনগণ এই সমস্ত অপকর্মের কারনণ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

শনিবার বেলা ১১টায় পিটিআই রোডে কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের আয়োজনে নাগরিক প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দূর্ভাগ্যেজনক হলেও বিএনপি সেই শিক্ষা এখনো গ্রহন করেনি। বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থাকতে একই কাজ করছে ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার করার কারনে জনগণ তাদেরকে আবারো ধিক্কার দিয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। সেই বিএনপি এখন আবার নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার জন্য আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষের মধ্যে আতংক স্বৃষ্টি করে তারা ভাবছে এটাই তাদের খুব সফলতা হচ্ছে।

হানিফ আরো বলেন, বিএনপির এখন রাজনৈতিক সফলতা হচ্ছে বাসে ট্রেনে আগুন দেয়া, এটা একটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। চোরাগুপ্তা দুয়েকটি জায়গায় বোমা ফাটিয়ে বা দুইএকটা জায়গায় বাসে আগুন দিয়ে কোন কিছু অর্জন করা যাই না। দেশের মানুষ বিএনপির প্রতি আস্থাও রাখে না এবং এই দলটার প্রতি ক্রমানয়ে মানুষের ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসময় নাগরিক পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন পেছানো বা আর

পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই : হানিফ

সাধারণ দৃষ্টিতে এই নির্বাচন পেছানো বা আর পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, এই ভোট নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের উৎসাহ, উৎসব-আমেজে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১২টায় নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, সব রকম চেষ্টার পরও যদি কোনো দল নির্বাচনে না আসে তবে এই নির্বাচন পক্ষপাতমূলক বলা যাবে না। সেটা বাংলাদেশের এই নির্বাচনের বাস্তব চিত্র নয়।

এদিকে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে কুষ্টিয়ায় জেলা রিটানিং কর্মকর্তার কাছে কুষ্টিয়া-৩ সদর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন হানিফ।

পিটিআই রোডের নিজ বাসভবন থেকে নারী পুরুষ নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হেঁটে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

একই সঙ্গে আরও একজন হেভিওয়েট প্রার্থী কুষ্টিয়া-৪ কুমারখালী- খোকসা আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা এহেতেশাম রেজা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেতাকর্মীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। এর আগে কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন কুষ্টিয়া সদর আসনের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত

ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় যারা হচ্ছেন জাপা প্রার্থী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

এরমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি নাফিজ আহমেদ খান টিটুকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর), সাধারন সম্পাদক শাহরিয়ার জামিল জুয়েলকে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর), কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর- ভেড়ামারা) শহীদুল ইসলাম ফারুকী,ও কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) মোঃ আয়ান উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করলেও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনটিতে কাউকে মনোনীত করেনি। বর্তমানে এখানের সংসদ সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে তিনবার বিজয়ী হাসানুল হক ইনু।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো জাসদ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাসানুল হক ইনু। এরপর আরও দুবার বিজয়ী হন তিনি। অনেকের ধারণা, এই আসনে ফের লড়বেন ইনু। সেই আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জাপার শহীদুল ইসলাম ফারুকী।

নির্বাচনকে ঘিরে গত ২০ নভেম্বর থেকে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে জাতীয় পার্টি। প্রথমে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষে সময় ২৪ নভেম্বর বলা হলেও পরে ফের সময় বাড়িয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি করে তারা। এরপর বিভাগ অনুযায়ী মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া

হয়। জানা গেছে, জাতীয় পার্টি মোট এক হাজার ৭৫২ জন জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকার বিপক্ষে সাবেক দুই এমপি, হানিফের বিপক্ষে মেয়র পুত্র

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে নৌকার বিপক্ষে লড়বেন সাবেক দুই এমপি কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী ও কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ।

তারা দুজনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন।

রেজাউল হক চৌধুরী ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফাজ উদ্দিন আহমদকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।

আবদুর রউফ কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসন থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আবদুর রউফ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা।

তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসন থেকে ৪১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন।

তাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, সেলিম আলতাফ জর্জ, আকাম সরওয়ার জাহান বাদশাহকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে সংসদ সদস্য ও দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ, কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মাহাবুব-উল আলম হানিফের আসনটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচবারের পৌর মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু।

গতকাল সোমবার বিকেলে নিজের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. সহিদুর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

হানিফ ছাড়া এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনজুমান লাইলা বানু এবং ইউকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাহাতাবুল হক জয়।

তবে দলীয় নেতা-কর্মীরা কুষ্টিয়া-৩ আসনে হানিফের বিকল্প কাউকে ভাবছিলেন না। কারণ গত ১০ বছরে কুষ্টিয়া সদর আসনে যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতি দলমত-নির্বিশেষে সবাই আস্থা রেখেছেন। এবার তৃতীয়বারের মতো সদর আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ বলেন, আমি কুমারখালী-খোকসা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আসন্ন নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। কুমারখালী-খোকসার মানুষ আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ।

কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী বলেন, আমি

দলীয় মনোনয়ন পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। আমি এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। দৌলতপুরের অনেক উন্নয়ন আমার সময়ে হয়েছে। দৌলতপুরে মানুষ আমার সঙ্গে আছেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দীন খান বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার জয় হবে। দল যাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীরা কাজ করবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ের আমি কিছু বলতে চাই না।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী বলেন, ‘নৌকাকে জেতানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এর বাইরে আমরা কিছু ভাবছি না।’

একাধিক আওয়ামী লীগের নেতা জানিয়েছেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ ও কুষ্টিয়া-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য রউফ ও রেজাউল নৌকার বিপক্ষে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে দলও খুব একটা কঠোর হবে না। কারণ, বিএনপি ভোটে আসবে না, এটি ধরে নিয়েই ক্ষমতাসীনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দেখাতে চাইছেন। যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ জিততে না পারেন।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা, ভোট উৎসবমুখর করা ও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে একাধিক বিকল্পের একটি হলো মাঠে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখা।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৩০ নভেম্বর।

কুষ্টিয়ায় আ’লীগের মনোনয়ন পেলেন যারা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসন থেকে এই মনোনয়ন পান।

অপরপ্রার্থীরা হলেন: কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর, সংসদীয় আসন-৭৫) আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা এবং কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা, সংসদীয় আসন-৭৮) ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

আজ রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

অঘোষিত কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর, সংসদীয় আসন-৭৬) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ আসন থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে প্রথম বারের মত জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন মাহবুবউল আলম হানিফ। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসন থেকে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

তিনি আওয়ামী লীগের ২১তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনঃ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, এবং বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন।

মাহবুবউল আলম হানিফ প্রাথমিক জীবনে ভেড়ামারা থানা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, এরপর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
কুষ্টিয়া-২ আসনের প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানা

যায়।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। এছাড়াও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা. ইফতেখার মাহমুদ, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনসহ ৪ জন।

এদিকে নৌকা মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে কুষ্টিয়া জেলা জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রার্থীদের পক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমর্থকরা মোটর সাইকেল র্যালি ও আনন্দ মিছিল করেছেন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, মনোনয়ন আপিল ও নিষ্পত্তি ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। প্রতীক বরাদ্দ হবে ১৮ ডিসেম্বর। ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।